নিবন্ধনকৃত জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট এর নির্দেশাবলী:

বাংলাদেশ সরকার সংগঠিত ২১টি নিয়মের সাথে সংগতি রেখে নিবন্ধনকৃত জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় ।এই নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু স্থানিয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিসে নিবন্ধন করতে হয় । বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত স্থানীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিস সমগ্র বাংলাদেশে আছে। আবেদনকারীকে তাদের নিকটস্থ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে (যেখানে আবেদনকারীর জন্ম হয়েছে বা যেখানে মৃতকে দাফন করা হয়েছে)। সাধারনত: সিটি করপোরেশন, পৌরসভা অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্বে থাকে। এ ছাড়া কোন প্রত্যন্ত এলাকায় চেয়ারম্যান-এর অফিস থেকে জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

প্রত্যেক নিবন্ধনকরন অফিস তাদের নির্দিষ্ট ফর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করে। জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেটের ফর্মে অবশ্যই নিবন্ধনের পর্যায়ক্রমিক নম্বর, যে পৃষ্ঠায় তথ্য লিপিদ্ধ করা হয়েছে তার নম্বর, যার জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধিত হচ্ছে তার জন্ম/মৃত্যুও বিস্তারিত তথ্য নথিভূক্ত করা থাকে। যে ব্যক্তি জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন করেছে তার পরিচিতিমূলক তথ্যও থাকতে হবে।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে নেয়া জন্ম সংক্রান্ত এফিডেভিট বা হলফনামা গ্রহণ করা হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম অভিবাসী হয়ে যাবার সময় দরখাস্তকারী যে জন্ম সনদ ব্যবহার করেছেন তাও আইআর-৫ এবং এফ-৪ কেসে জমা দিতে হবে। এ ছাড়াও ২১ বছরের কম বয়েসি সকল সন্তানের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখের সনদ জমা দিতে হবে। এই সব সন্তান যদি এই সময়ে অভিবাসী হয়ে যেতে না চান, বা অভিবাসী হওয়ার যোগ্যতা তাদের নাও থাকে- তাহলেও এটি জমা দিতে হবে।

হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডাক্তারের কাছ থেকে মৃত্যু সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য নয়। আপনার কেসের সাথে সম্পর্কযুক্ত আপনার স্বামী বা স্ত্রী অথবা আপনার প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রী বা আপনার পরিবারের কোন সদস্য যদি মৃত্যুবরন করে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই উপযুক্ত মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিস থেকে মৃত্যু সার্টিফিকেট আনতে হবে।